কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না...আর না...!!
আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd March, 2025

March, 2025 Volume-XI, Issue-I | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

ঘটনা | দুর্ঘটনা

সঙ্গমে স্নান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

দুর্ঘটনার পর নয়াদিল্লি রেলস্টেশন

কোটি কোটি মানুষের মহাকুম্ভে পুণ্য অবগাহন

শিবরাত্রির আগের দিন মহাকুম্ভের ত্রিবেণী সঙ্গমে ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবছর প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ শুরু হয়েছে ১৩ জানুয়ারি থেকে। সেদিন পৌষ পূর্ণিমার স্নানের দিন ছিল। মহাকুম্ভ শেষ হয়েছে শিবরাত্রির পরের দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি। ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভে মৌনি অমাবস্যা। ১৪ জানুয়ারি ছিল মকর সংক্রান্তি। ১৯ জানুয়ারি ফের মৌনি অমাবস্যা। ৩ ফেব্রুয়ারি ছিল সরস্বতী পূজা অর্থাৎ বসন্ত পঞ্চমী। এবার মহাকুম্ভে কয়েকটি বিশেষ দিনের স্নানকে বলা হয়েছে শাহি স্নান। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৪২ কোটি মানুষ এই মহাকুম্ভে এসে পুণ্যস্নান করেছেন। এছাড়া বিদেশ থেকে ও প্রচুর মানুষ এসেছেন এই মহাকুম্ভে অবগাহন করে পুণ্যপ্রাপ্তির আশায়। উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা ছিল একেবারে পাকা। যদিও এবার মহাকুম্ভকে ঘিরে কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে, তবুও মোটের ওপর গোটা ব্যবস্থাটাই ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণে। দিন-ক্ষণ, পুঁজি-পাতি প্রভৃতি অন্বেষণ করে এদেশের পণ্ডিতরা দেখেছেন যে ১৪৪ বছর পরে এই মহাকুম্ভে প্রাপ্তি অনেক। মহাকুম্ভকে ঘিরে রয়েছে আলাদা মাহাত্ম্য। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে এই মহাকুম্ভের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সঙ্গমের জলে স্নান করলে পুণ্যপ্রাপ্তি হয় এবং পাপ ধুয়ে যায় বলে অনেকে মনে করেন। মাঘ মাসে সূর্য যখন মকর রাশিতে আসে তখন সেই তিথিকে বলে মকর সংক্রান্তি। পৌষ মাসের শেষদিন এই বিশেষ তিথি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিশেষ মাহাত্ম্য রাখে এই তিথি। তাঁদের বিশ্বাস, এদিন দেবতা, দানব, কিন্নর, মানব সবাই গঙ্গাস্নানের পুণ্য লাভ করতে চান।

রাশিয়ার ক্যানসার ভ্যাকসিন কি শতাব্দীর চিকিৎসায় সাড়া ফেলবে?

কিশোরকুমার বিশ্বাস

একটা বিরাট খবর শোনা যাচ্ছে। রাশিয়া নিজের প্রচেষ্টায় ক্যানসার ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে। এছাড়া এই ভ্যাকসিন রাশিয়া বিনামূল্যে পৃথিবীকে দেবে। এটাকে তাই অনেকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে মনে করছেন।

কী ধরনের আবিষ্কার?

রাশিয়ার এমআরএনএ বা mRNA ভ্যাকসিনকে পারসোনালাইজড বলা হচ্ছে। এটা এক একজন ব্যক্তির জিনগত বৈশিষ্ট্য বুঝে ব্যবহার করা হবে। আগে ওই ব্যক্তির যে টিউমার তৈরি হয়েছে শরীরে সেটাকে পরীক্ষা করা হবে। ওখানে যেভাবে কোষে মিউটেশন হচ্ছে সেটাকে বুঝতে হবে। এটাকে বলা হয় নিওএন্টিজেন।

এটা ঠিক অন্যান্য রোগ প্রতিষেধকের মত নয়। এখানে ভ্যাকসিনের কাজ হবে শরীরের যে অংশে ক্যানসার কোষ আছে সেখানে এক বিশেষ এন্টিবডি তৈরি করে ক্যানসার কোষকে ধ্বংস করবে। তবে এই ভ্যাকসিন যে সমস্ত রোগীর শরীরেই পুরো কাজ করবে কি না সেটা এখনও স্পষ্ট হয়নি বলে বিভিন্ন সংবাদে জানা যাচ্ছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন এর আগেও পারসোনালাইজড ক্যানসার ভ্যাকসিন *এরপর ২-এর পাতায়*

রূপান্তরকামীদের নিয়ে সর্বজনীন ধারণার পরিবর্তন করাটা জরুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি- একেবারে কিশোর অবস্থাতেই বাড়ির চৌকাঠ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রূপান্তরকামী হওয়ার কারণে। ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট অনাথ আশ্রমে পড়াশুনা করেই আজ সেট-এ উত্তীর্ণ হয়েছেন সুমন। রূপান্তরিত হয়েছেন সুমনায়। সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে থাকার জন্য সুমনাকে লড়াই করতে হচ্ছে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত। এবছর সেট পরীক্ষার যে ফল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সাফল্যের সঙ্গে কৃতকার্য হয়েছেন নদীয়ার সুমন প্রামাণিক।

সুমনের ছোটোবেলাটা অন্যদের মতো ছিল না। নিজের পরিচয়ের সঙ্গেই নিজেকে লড়তে হয়েছে। ধীরে ধীরে শিশু থেকে কিশোর হয়ে ওঠবার পথেই বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যায় তার জন্য। কারণ তার স্বভাবটা ছিল অনেকটা মেয়েদের মতো। বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার জায়গা পান নদীয়ার করিমপুরের একটি অনাথ আশ্রমে। সেখানেও জুটেছে অনেক গঞ্জনা, বঞ্চনা, অবহেলা। প্রত্যেকটি ক্লাসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৮৪ শতাংশের ওপরে নম্বর পেতেন। এরপরে শুরু হল তার আরেক অধ্যায়। করিমপুরের অনাথ আশ্রমের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে তাকে চলে আসতে হয় কৃষ্ণনগরে। কখনও এর বাড়ি কখনও তার বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন। উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময় নিজে খাওয়া খরচ টিউশুনি করে জোগাড় করতে হত তাকে। এইসময় তিনি পাশে পেয়েছিলেন কিছু ভাল লোককে, যারা তাঁকে মানসিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করেছেন। ভাল নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হন। তিনি এখন পুরোপুরি সুমনা। এরপর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতকোত্তর পর্যায় সাফল্যের সঙ্গে শেষ করেন। গণিতে গোল্ড মেডালিস্ট তিনি। সম্প্রতি তিনি সেট উত্তীর্ণ হয়েছেন। পড়াশুনা ছাড়াও হাতের কাজেও যথেষ্ট নিপুণ তিনি। এবার তাঁর কলেজে পড়াবার পালা। সুমনা জানান, এখনও অনেকে মনে করেন রূপান্তরকামী মানে হাততালি দিয়ে ট্রেনে, বাসে লোকের কাছে হাত পাতা, করুণার চোখে দেখা। এই ধারণা বন্ধ হওয়া উচিত।

এক পলকে দেশ

এক দেশ এক ভোট

নয়াদিল্লি- লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলোর নির্বাচন একসঙ্গে করা অগণতান্ত্রিক নয় বলে সংসদীয় কমিটিকে জানাল আইন মন্ত্রক। এই সংক্রান্ত বিলটি খতিয়ে দেখছে যৌথ সংসদীয় কমিটি।

কেন্দ্রীয় বাজেট

নয়াদিল্লি- আয়কর ছাড় দিয়ে মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দেওয়ার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদের আয়, তাঁদের কোন আয়কর দিতে হবে না। জীবনদায়ী ওষুধের দাম কমানো হয়েছে বাজেটে। যুব সম্প্রদায়ের জন্য এই বাজেটে কোনও কিছু নেই বলে বিরোধীদের অভিমত।

ক্ষীণ আশা

হায়দ্রাবাদ- তেলেঙ্গানার জলা ধারের কাজের জন্য ভূগর্ভে ধ্বসে আটকে পড়া আট শ্রমিকের বাঁচার আশা সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও খুবই কম বলে জানিয়েছেন সেই রাজ্যের মন্ত্রী জুপালি কৃষ্ণ রাও।

গদিচ্যুত

গৌহাটি- চাপে পড়ে ইস্তফা দিলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ। রাজ্যপাল অজয়কুমার ভল্লার হাতে ৯ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ পত্র তুলে দেন বীরেন।

পুনরাবৃত্তি

নয়াদিল্লি- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠতার বার্তা কাজে এল না। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে মোট চার দফায় প্রায় ৫০০ জন বেআইনি ভারতীয় অনুপ্রবেশ কারীকে হাতকড়া এবং পায়ে শেকল বেঁধে বিমানে করে ভারতে ফেরত পাঠাল আমেরিকা।

এক পলকে রাজ্য

কলকাতায় ভূমিকম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভূকম্পে কাঁপল শহর। ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোরে শহরে দুলে ওঠে ঘরবাড়ি। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.১। উৎসস্থল ওড়িশা থেকে ৩৯৪ কিলোমিটার দূরে এবং বঙ্গোপসাগরের প্রায় ৯১ মিটার গভীরে।

কৈফিয়ৎ তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভোটার তালিকা 'অযোগ্য' ভোটারদের নাম থাকা নিয়ে জেলা প্রশাসনগুলোর রিপোর্ট তলব করলেন মুখ্য নির্বাচনী অফিসার জ্ঞানেশকুমার। বৈঠকের দিন ঠিক হয়েছে হবে ৪ ও ৫ মার্চ। সেখানে সব খতিয়ে দেখা হবে।

রাজ্য বাজেট

নিজস্ব প্রতিনিধি- আগামী বছর ভোটের কথা মাথায় রেখে ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করলেন অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এবারের বাজেটে গ্রামোন্নয়ন এবং নারীকল্যাণকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিরোধীরা এই বাজেটকে 'বেকার বিরোধী' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

প্রয়াত প্রতুল মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি- এস এস কে এম হাসপাতালে ১৫ ফেব্রুয়ারি ৮০ বছর বয়সে মারা গেলেন শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। তাঁর কণ্ঠে সেই গান 'আমি বাংলায় গান গাই... যা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

এখানে - ওখানে

চিকিৎসক থেকে সাহিত্যিক, সংগঠনের গর্ব ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- সম্প্রতি শেষ হয়েছে বইমেলা। এই বইমেলায় সামাজিক উপন্যাস 'কাগজের মানুষ'-এর জন্য গোল্ডেন বুক

অ্যাওয়ার্ড সম্মানে ভূষিত হয়েছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য। তাঁর এই সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতিতে যেমন পাঠক সমাজ উদ্বেলিত হয়েছেন, তেমনি সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরাও যথেষ্ট গর্বিত। ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য একজন বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর। একদিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি অন্যদিকে সাহিত্য জগতের তাঁর অবাধ বিচরণ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, জীবজন্তুদের নিয়ে লেখা শিশুসাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্রের বই থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা ক্রমশ দিন দিন বাড়ছে। অজ গ্রামের সাধারণ ছেলে স্বপ্রতিভার বলে সমাজে কিভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে---সে ঘটনাকেই এই বইটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিব্রাম চক্রবর্তী এবং সুকুমার রায় তাঁর পছন্দের লেখক। ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য। আজ একটি সেলফ্ ভর্তি বইয়ের লেখক তিনি।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য

মাঠে ভরসার প্রতিযোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে ৯ ফেব্রুয়ারি লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে 'আশা-এ ২০২৫' বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের অধীনস্থ ভরসার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহনের মাধ্যমে সকলের নজর কাড়লেন। এই বার্ষিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে ভরসার ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রতিযোগীদের মধ্যে একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র দৌড় প্রতিযোগিতায় বিশেষ স্থান অধিকার করে।

রাশিয়ার ক্যানসার ভ্যাকসিন কি শতাব্দীর চিকিৎসায় সাড়া ফেলবে?

প্রথম পাতার পর

তৈরি হয়েছে দেশে এবং তা এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রয়েছে।

আরো জানা যাচ্ছে রাশিয়ার এই ভ্যাকসিন কিন্তু স্বাস্থ্যবান লোকের জন্য নয়। কেবল যার ক্যানসার হয়েছে তারই কাজ করবে। এই বিষয়ে এটা অন্যান্য ভ্যাকসিনের থেকে আলাদা। রোগ প্রতিষেধক হিসেবে যা বোঝা যায় এই ভ্যাকসিন সেরকম নয়। তবে এটা কী ধরনের ক্যানসারের জন্য উপযোগী, কোন পর্যায়ে গিয়ে এর প্রয়োগ করতে হবে এবং তা কিভাবে এসব অনেক কিছু প্রশ্ন এখন আছে। কারণ রাশিয়া এই ভ্যাকসিন সম্পর্কে বিস্তারিত এখনও অনেক কিছুই জানায়নি।

ভারত হল ক্যানসার আক্রান্ত মানুষের সংখ্যায় একেবারে প্রথম সারিতে। তাই এই আবিষ্কার সঠিক হলে এবং যদি বিভিন্ন ধরনের রোগীর জন্য প্রয়োগ করা যায় তবে ভারতের বহু মানুষ বেঁচে যাবেন। এখনও পর্যন্ত ক্যানসারের জন্য কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, সার্জারি, স্টারগেটেড থেরাপি ইত্যাদি প্রচলিত চিকিৎসা।

হুগলি জেলার চন্দননগরে ভাকুন্ডা স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত রক্তদান শিবির ও মরনোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচীতে উপস্থিত দি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স-এর চিকিৎসকগণ এবং কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত সহ অন্যান্যরা।

যুব মন্থনে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-কাশীপুর যুব মন্থনের উদ্যোগে ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল রক্তদান দিবস। এই রক্তদান দিবস অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অতিথি সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। এলাকার বহু মানুষ এই রক্তদান শিবিরে এসে তাঁদের রক্তদান করেন। এই যুব মন্থনের উদ্যোগে পরবর্তী সময় পাঁচ কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় ১৮ ফেব্রুয়ারি।

বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

সরস্বতী পূজোয় ভরসার স্টল

নিজস্ব প্রতিনিধি- ঠনঠনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে সরস্বতী পুজো মণ্ডপে স্টল দিল ভরসার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা। ১ এবং ২ ফেব্রুয়ারি- এই দু'দিন স্টলে ভরসার ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন সৌখিন দ্রব্য বিক্রি করার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই বিক্রির অর্থ সম্পূর্ণভাবে ভরসার ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যাতে তারা এই কাজে আরও অনেক বেশি উৎসাহ পায়। তাদের হাতে তৈরি অনেক সৌখিন জিনিস রয়েছে। স্পোর্টিং ক্লাবের সরস্বতী পুজোর উদ্বোধন করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক।

বাঙালী সংঘের পরিচালনায় রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

গত সংখ্যায় দ্বিতীয় পাতায় 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির' শীর্ষক সংবাদে বিবেকানন্দ ঘোষ-এর নাম ভুলবশত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ছাপা হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

স্বামীজির প্রত্যাবর্ত্তন যাত্রায় অসংখ্য মানুষের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রতি বছরের মতো এবারও ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে বজবজ থেকে বিশেষ ট্রেনে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি নিয়ে আসা হয় শিয়ালদহ স্টেশনে। সেখান থেকে স্টেশনে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনুষ্ঠান মঞ্চে আনা হয় সেই মূর্তি। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার, কলকাতার নগরপাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ছিলেন মঠ ও মিশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দ। শিয়ালদহ স্টেশনের অনুষ্ঠান সমাপ্তির শেষে শুরু হয় শোভাযাত্রা। ১৮৯৭ সালের ২৬ জানুয়ারি বিদেশ থেকে দেশে ফিরে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ১৫ ফেব্রুয়ারি সেই সময়কার মাদ্রাজ থেকে জাহাজে চেপে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে তিনি বজবজ বন্দরে পৌঁছান। পরের দিন বিশেষ ট্রেনে চেপে কলকাতায় ফিরেছিলেন স্বামীজি। শিয়ালদহ স্টেশনে তখন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছিল। ১২৮ বছর আগের সেই স্মৃতিকে এখনও সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। সেই সময় শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে এসে ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছিলেন স্বামীজি। তখন একদল ছাত্র ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই টেনে নিয়ে যান সেই গাড়ি। এবছর ১৯ ফেব্রুয়ারি এই শোভাযাত্রা রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) স্বামীজির বাড়ি, বলরাম মন্দির, বিধান সরণীতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিফেনশন ফেডারেশন মঞ্চ, বাগবাজার মায়ের বাড়ি, কাশীপুর উদ্যান বাটী সহ আরও কিছু স্মৃতি বিজড়িত স্থান ছুঁয়ে সন্ধ্যায় পৌঁছায় আলমবাজার মঠে। স্বামীজির এই প্রত্যাবর্তন অনুষ্ঠানকে ঘিরে যে শোভাযাত্রা বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে, তাতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এদিন শিয়ালদহ থেকে শোভাযাত্রা অংশ নেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। বিধান সরণীর মঞ্চে স্বল্প ভাষণ দেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ডাঃ স্বামী সারদাত্মানন্দ। আলমবাজার মঠেও ছিল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। উপস্থিত ছিলেন মঠ ও মিশনের সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ভজনানন্দ, স্বামী গিরিশানন্দ এবং সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ সহ আরও অনেকে।

তরুণ তীর্থের সফল রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি- সমাজকল্যাণ সংস্থা তরুণ তীর্থের রক্তদান উৎসব সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হল। এই উৎসব অনুষ্ঠানে এলাকার বহু মানুষ এসে তাঁদের রক্তদান করেন। তরুণ তীর্থ প্রতিবারই এই রক্তদান উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এবারও তার অন্যথা হয় নি। তরুণ তীর্থের উদ্যোগে রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন এবং বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

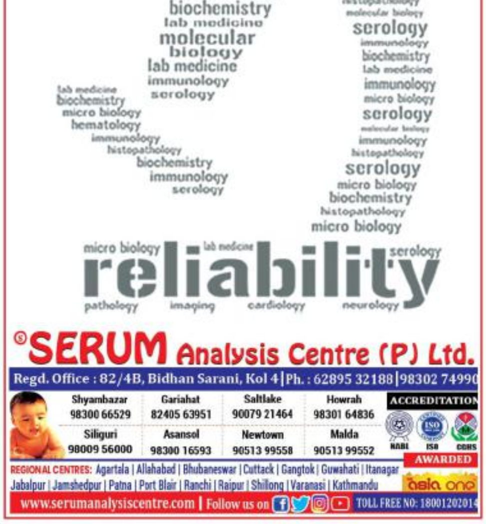

বাংলাদেশে এবার ভিন্ন একুশের ছবি

বাংলাদেশে ভাষা উৎসবে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন মহম্মদ ইউনূস

ঢাকা- রাত ১২টা পেরোলেই ঢাকায় শহিদ মিনারে জাতির পক্ষে ভাষা শহিদদের প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি। তারপরেই আসেন প্রধানমন্ত্রী। এবার রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের কর্মসূচিতে ছাড়পত্র দেয়নি গোয়েন্দা বিভাগ। কারণ ছাত্রদের একটি অনামজাদা সংগঠন রাষ্ট্রপতির সম্মান প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছে। এবার ২১ শের অনুষ্ঠান অনেক জায়গাতেই পালিত হয় নি। আবার কোথাও কোথাও 'নাম কা ওয়াস্তে' অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্রে বসানো হয়েছে উর্দু কাওয়ালির আসর। জাতীয় প্রেস ক্লাবে পালন করা হচ্ছে মহম্মদ আলি জিন্নার জন্ম ও মৃত্যু দিন।

ক্রমশ চরমে উঠছে রুশ-ইউক্রেন সংঘাত

রিয়াধ- ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন মনে করলে পুতিন সে কাজ করবেন। রুশ-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে সৌদি আরবের রিয়াধে মুখোমুখি আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রতিনিধি দলের বৈঠকের মধ্যেই একথা জানাল ক্রেমলিন। পুতিন বোঝাপড়ার জন্য সম্মত হয়েছেন। যদিও জেলেনস্কি পাঁচ বছরেরও বেশি ক্ষমতায় রয়েছে ফলে তাঁকে বৈধ প্রেসিডেন্ট মানতে নারাজ পুতিন। ইউক্রেনের যুক্তি, এই যুদ্ধ আবহে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। ফলে জেলেনস্কির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। ইউক্রেনের বন্ধু তালিকা থেকে এখন বাদ পড়েছে আমেরিকা। জানা গেছে, ট্রাম্প ও পুতিন খুব দ্রুত একটা বৈঠকে বসছেন। ইউক্রেন নিয়ে পশ্চিমি বিশ্বের সম্পর্ক ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। এতদিন আমেরিকা ছিল ইউক্রেনের পাশে। কিন্তু ট্রাম্প এখন পুতিনের হাতে তামাক খাচ্ছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে কার্যত হুমকি দিয়ে বলেছেন, যা করার তাড়াতাড়ি করুন। এরপর দেশটারই আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এতদিন ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে সামরিক অস্ত্র সরবরাহ করেছে আমেরিকা। সেটা ছিল পুতিনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এখন আমেরিকায় কুর্সি বদল হয়ে ক্ষমতায় বসেছেন ট্রাম্প। এখন তিনি জেলেনস্কির বিরুদ্ধে কথা বলছেন। পুতিনের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠেছে ট্রাম্পের। আসলে ট্রাম্প চাইছেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে, যাতে অস্ত্র বিক্রি হয়।

কুমিল্লায় 'ইসকন'-এর কীর্তন বন্ধ

কুমিল্লা- বাংলাদেশের কুমিল্লায় ৭ ফেব্রুয়ারি ইসকনের মন্দিরে নাম গান হচ্ছিল। দুপুরে চারহাজার ভক্তের মধ্যাহ্ন প্রসাদের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। প্রথম ব্যাচটি যখন খেতে বসে তখন হাত মাইক নিয়ে এসে সেনারা ঘোষণা করেন, 'ইসকন জঙ্গি সংগঠন। এখুনি নাম গান, খাওয়া সব বন্ধ করতে হবে।' এরপর সেনারা বন্দুক উঁচিয়ে সকলকে তাড়া করে ভক্তদের বার করে দেওয়া হয়।

সাগর পারের

টুকিটাকি

সঙ্কটজনক পোপ

ভ্যাটিকান- পোপ ফ্রান্সিসের অবস্থা সঙ্কটজনক। ভাটিকানের তরফে প্রথমবার তাঁর শারীরিক অবস্থা 'সঙ্কটজনক' বলে জানানো হয়েছে। অক্সিজেনের পাশাপাশি 'ব্লাড ট্রান্সফিউশন' বা রক্ত দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসকরা তাঁকে সুস্থ করে তোলবার সমস্তরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সাময়িক আশ্রয়

ওয়াশিংটন- আমেরিকা থেকে বেআইনি অভিবাসীদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে পানামা, গুয়ায়েতমালা এবং কোস্টারিকায়। এবার প্রত্যেককে তাঁর স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

রানওয়েতে উল্টে গেল বিমান

রানওয়েতে উল্টে গেল বিমান

টরেন্টা- কানাডার টরেন্টোয় ১৭ ফেব্রুয়ারি রাত ২-১৩ মিনিটে বিমানবন্দরে অবতরণ করছে ডেল্টা এয়ারলাইন্সের একটি বিমান। যাত্রীরা তখন নামার অপেক্ষায়। বাইরে প্রবল ঝড় আর তুষারপাত চলছে। রানওয়ের মাটি ছুঁয়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বিমানটি। প্রথমে একটু কাত হল। তারপর বরফের আস্তরনের ওপর পুরোটাই উল্টে গেল বিমানটি। বিমানের ভেতরে ছিলেন চারজন বিমানকর্মী সহ ৭৬ জন যাত্রী। কপালের জোরে সকলেই বেঁচে গিয়েছেন। তিনজনের অবস্থা গুরুতর। এর মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে। এই দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। দ্রুত সেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। আমেরিকার এয়ারপোর্ট গুলোতে দুর্ঘটনা রুখবার জন্য প্রভূত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ক্রমশ দুর্ঘটনা বেড়ে চলাতে চিন্তিত প্রশাসন। সম্প্রতি আমেরিকায় পরপর কয়েকটি বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে।

জার্মানির ভোটে সিডি ইউ জোট বেশি সংখ্যক ভোট পেয়েছে। ফলে দলের প্রধান হিসেবে জার্মানির পরবর্তী চ্যান্সেলর হচ্ছেন ফ্রিডরিস মেয়ার্স। এই ভোটে জার্মানিতে ফের নাৎসিদের প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রঃ মাথব্যথার কারণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে জানতে চাই?

সমীর দত্ত, ঢাকুরিয়া

মাথাব্যথা ঃ

মাথাব্যথা খুবই সাংঘাতিক জিনিস। এ যার হয় সেই এর যন্ত্রণা বুঝতে পারে। নানা কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে। সঠিকভাবে কারণ জানা গেল ঠিকঠাক চিকিৎসা করা যায়। সুতরাং মাথাব্যথার সাধারণ কারণগুলি সম্বন্ধে আমাদের ভালোভাবে জানা দরকার সে বিষয়ে জানালেন ডা. প্রভাত ভট্টাচার্য্য।

উত্তেজনাজনিত মাথাব্যথা ঃ

সাধারণ মাথায় দু'দিকেই হয় এবং মহিলাদের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়। বেশি মানসিক উদ্বেগ এবং বিষাদ থেকে এর সৃষ্টি হয়। ঘাড়ের পিছনেও ব্যথা হতে পারে। মাথার চারপাশে কিছু চেপে আছে, এরকম মনে হয়।

মাইগ্রেন ঃ

মাথাব্যথার একটি প্রধান কারণ। এটি মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। মাথা দপদপ করার মত যন্ত্রণা হয়। মাথার একদিকে বা দুদিকেই হতে পারে। এর সঙ্গে বমি বা বমির ভাব, চোখে ধোঁয়া দেখা বা কালো দাগ দেখা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি। অনিদ্রা, উত্তেজনা, জোরাল আলো, খিদে পাওয়া, পিরিয়ড প্রভৃতি এর আক্রমণ ডেকে আনতে পারে।

মাইগ্রেনের কারণ সঠিকভাবে না জানা গেলেও মনে করা হয় জেনেটিক, স্নায়ু সংক্রান্ত বা রক্তনালীর অস্বাভাবিকতা সংক্রান্ত কারণ এর সঙ্গে জড়িত আছে। মাইগ্রেনের ব্যথা অল্প হতে পারে, আবার এত সংঘাতিক হতে পারে যে, কাজ করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ব্যথা ঘন ঘন হতে পারে, আবার কিছু বাদে বাদেও হতে পারে।

মাথায় আঘাতজনিত মাথাব্যথা ঃ মাথায় আঘাত করলে তারপর মাথাব্যথা হয়ে থাকে। আঘাতের মাত্রা অনুযায়ী মাথাব্যথা অল্প অথবা খুব বেশি হতে পারে। আবার অনেক সময় আঘাত লাগার অনেকদিন পর পর্যন্ত মাথাব্যথা থাকে।

ব্রেন টিউমার ঃ

মাথাব্যথা যেন টিউমারের অন্যতম প্রধান উপসর্গ। এই ব্যথা কনকনে এবং ক্রমাগত চলতে থাকে এবং অনেকক্ষেত্রেই এর সঙ্গে বমি বা বমির ভাব থাকে। কখনও কখনও এত ব্যথা হয় যে ঘুমানো যায় না।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঃ

এখানে তীব্র মাথা ব্যথা হয়। বমি হতে পারে। আচ্ছন্নভাব দেখা যেতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই অবস্থা বেশ গুরুতর আকার নেয়।

মস্তিষ্ক ও আশেপাশের ইনফেকশন ঃ মেনিনজাইটিস বা এন্‌কে ফেলাইটিস থেকেও মাথাব্যথা হতে পারে। এই ব্যথাও খুব তীব্র হয়। এর সঙ্গে সাধারণত ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। আচ্ছন্নভাব বা বমি দেখা দিতে পারে। জ্বর প্রায় সবক্ষেত্রেই থাকে। এও খুব সাংঘাতিক হয়।

চিকিৎসা ঃ

মাথাব্যথা হলে তাৎক্ষণিক আরামের জন্য ব্যথা নিরোধক ওষুধ। যেমন—প্যারা সিটামল, অ্যাসপিরিন, ডাইক্লো ফেনাক প্রভৃতি খাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে বমি হলে তার ওষুধ, যেমন---ডোমপেরিডন, মেটো ক্লোপ্রসাইড প্রভৃতি খেতে হয়।

মাথাব্যথার কারণ আগে জানতে হবে। যদি টেনশন থেকে মাথাব্যথা হয়, তবে সেডেটিভ বা অ্যান্টিডিপ্রেশন্ট ওষুধ খেতে হয়। এছাড়াও রিল্যাক্সেসন, কাউন্সেলিং প্রভৃতির দরকার হয়। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সাহায্য নেওয়া উচিত।

মাইগ্রেন মনে হলে তা যাতে বারবার না হয়, তার জন্য ওষুধ খেতে হবে। যেমন—সিনারাজিন প্রোপা নোলল, অ্যামিট্রিপলিন প্রভৃতি।

মাথায় আঘাত লাগলে রোগীর অবস্থা ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে। মাথার সিটি স্ক্যান করিয়ে নেওয়া ভালো। যদি রক্তক্ষরণ দেখা যায়, তবে হসপিটালে ভর্তি করা দরকার। অনেকক্ষেত্রে অপারেশন করা জরুরি হয়ে পড়ে।

ব্রেন টিউমার ধরা পড়লে তার চিকিৎসা করতে হবে। নানারকমের টিউমার হয়। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং শলাচিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বায়োপসি করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী অপারেশন রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি প্রভৃতি দিতে হয়।

মুখমণ্ডলের অন্যান্য অংশের অসুবিধার জন্য মাথাব্যথা ঃ চোখ, কান, নাক, সাইনাস, দাঁত প্রভৃতির সমস্যা হলেও মাথাব্যথা হতে পারে। যেমন—চোখের ইনফেকশন, গ্লুকোমা, কানের ইনফেকশন, দাঁত ও মাড়ির ইনফেকশন, সাইনুসাইটিস প্রভৃতি। এক্ষেত্রে এগুলির চিকিৎসা করলে মাথাব্যথা কমে যায়। এছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে। যেগুলি এখানে আলোচনা করার অবকাশ নেই।

রোগনির্ণয় ঃ রোগীর উপসর্গগুলি ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে। তারপর তাকে ভালো করে শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। মাথার সিটি স্ক্যান ও এম আর আই পরীক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রক্তপরীক্ষা, চোখ পরীক্ষা ব্রেনের ইনফেকশন সন্দেহ হলে CSF পরীক্ষা প্রভৃতি করা দরকার।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে রোগীকে হসপিটালে ভর্তি করতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা কমাতে হবে এবং ম্যানিটল প্রভৃতির সাহায্যে মস্তিষ্কের ভেতরে চাপ কমাতে হবে। কখনও আবার শল্যচিকিৎসা করে জমাট বাঁধা রক্ত বের করতে হয়।

মেনিনজাইটিস বা এনকে ফেলাইটিস ধরা পড়লে অ্যাটি বায়োটিক এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসা চালাতে হয়।

চোখ, কান, দাঁত, সাইনাস প্রভৃতি রোগ হলে তার চিকিৎসা করলে মাথাব্যথা সেরে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মাথাব্যথা খুব সামান্য কারণেও হতে পারে আবার খুব গুরুতর কারণের জন্যও হতে পারে। কাজেই মাথাব্যথা হলে কখনও অবহেলা করা উচিত নয় এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সঠিক কারণ নির্ণয় করে তার যথাযথ চিকিৎসা করা দরকার।

প্রঃ পাইলস সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আশার বাবার এই রোগ আছে।

সুজাতা দত্ত, বিরাটি

উঃ পাইলস বা Hemorrhoids একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালী ফেটে গিয়ে রক্তপাত হয়।

বয়স বেশী হলে এই রোগের সম্ভবনা কাছে। বেশী ফ্যাট এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবার মেলে এই রোগের সম্ভাবনা বেশী হয়।

এই রোগ দু'রকমের হতে পারে—Internal Hemorrhoips ও External Hemorrhoips।

উপসর্গ—Stool-এর সঙ্গে রক্ত পড়া এবং কিছু অংশ বেরিয়ে আসা (Protrusion) দেখা দেয়। ব্যথা সেরকম হয় না, তবে কখনও কখনও খুব বেশী হতে পারে।

রোগনির্ণয় (Diagnosis)—

Colonoscopy করার প্রয়োজন হয়। এই রোগ অনেক সময়ই বেশ কষ্টকর হয় এবং এর ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

চিকিৎসা—

Snz Bath, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার, এবং Stool নরম করার ওষুধ (Stool Softeners) দেওয়া হয়।

(পুনর্মুদ্রণ)

সম্পাদকীয়

...দেবে গৌরী সেন

পরের বছর অর্থাৎ ২০২৬-এ রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। ফলে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট যে 'জনহিতকর' হবে, তাতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। এবারের রাজ্য বাজেটটি 'গ্রামমুখী'। রাজ্যের বেশিরভাগ বিধানসভা কেন্দ্রই গ্রামে অবস্থিত। সেকারণেই রাজনৈতিক গুরুত্বের হিসাবে গ্রামকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শাসকদলের কাছে গ্রামের প্রাধান্যই গুরুত্বের দিক থেকে অগ্রভাগে কারণ শহুরে ভোটারদের রকমসকম তেমনভাবে শাসকদলের কাছে না পসন্দ। পাশাপাশি গ্রামের ভোট ব্যাঙ্ক কিন্তু বেশ পোক্ত। অর্থনীতির সোজা সাপটা হিসেবে এখানে খরচ করার বিষয়ে আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না। গৃহনির্মাণ এবং লক্ষী ভাণ্ডারের খরচ শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে বাজারে ঢুকবে। ফলে বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। গৃহ নির্মাণ এবং সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সমস্যাটা অন্যত্র। মূল প্রশ্নটা হল, এই বিশাল পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে আসবে? উত্তরও আছে তার। ঋণের মাধ্যমে। গত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের যে হিসেব পেশ করা হয়েছিল, বছরের শেষে এসে দেখা যাচ্ছে, আদায়ের পরিমাণ তার তুলনায় কম হয়েছে। এবারের বাজেটে রাজ্যস্ব আদায়ের পরিমাণ গত বাজেটের থেকে বেশি রাখা হয়েছে। তাহলে এবারের আদায়ের পরিমাণ কতটা হবে তা সহজেই অনুমেয়। ভোটের দিকে তাকিয়ে চললে পরে তা বিপদ ডেকে আনতে পারে ভেবেই, সে পথে হাঁটেনি এবারের বাজেট।

চিন্তার কারণ হল, এখন এই রাজ্যে জিএসডিপি যে হারে বাড়ছে, দেনার পরিমাণ তার থেকে বেশি হারে বাড়ছে। কেন্দ্র বা রাজ্য সব সরকারই বাজার থেকে ধার করে, এতে কোন সমস্যা নেই, যদি সেই ধারের টাকা সঠিক জায়গায় খরচ হয়। শুরুর দিকে রাজ্য সরকার দেনার পরিমাণ কমিয়ে এনেছিল। ২০২২-২৩-এরপর থেকে দেনার হার বেড়ে চলেছে। যদিও ক্রমবর্ধমান এই দেনার বোঝা বাম সরকারের 'উপহার' বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারতের যে পাঁচটি রাজ্যের আর্থিক চেহারা উদ্বেগজনক, সেখানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নাম। এই অবস্থায় রাজ্যের কোষাগার কতটা খরচ বহন করতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এরপরে রয়েছে বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা। যদিও রাজনীতিকদের মতে, শিক্ষা দিয়ে ভোট বাক্স ভরে না। মহিলা ও শিশুকল্যাণ খাতে বৃদ্ধির কার্যত সিংহভাগই ঢুকেছে লক্ষীর ভাণ্ডারে-যা ভোট বাক্সকে পুষ্টি জোগাবে। ভোট বাক্সকে স্ফীত করে না এমন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রশ্নই ওঠে না। ভোট আসলে অবশ্যই কিছু লাভজনক ঘোষণা হতেই পারে। তখন 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'। কিছু কিছু বিষয়ে রাজ্যের অর্থনীতির অবস্থা খারাপ হয়েছে স্রেফ সিদ্ধান্তহীনতার কারণে। যেমন ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা ইত্যাদি। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান বন্ধ ফলে রাজ্য সরকারই ওইসব খাতে ব্যয় করছে। এটা গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত। এর পেছনে রাজনীতির হিসেবটা নিশ্চয়ই কষে নেওয়া হয়েছে। কাঁধে ঋণের বোঝা বাড়ছে ফলে তা কতদিন বহন করা সম্ভব হবে?

ভক্তি না থাকলে সব বৃথা

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

পরমাত্মাকে পাওয়ার ইচ্ছা তীব্র থাকলেই কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়। যখন মানুষ জীবশক্তিকে শিবশক্তিকে সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত করতে চাইবে তখন কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হবেন। কেবল মাত্র যখন পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাবার আকাঙ্খা তীব্র হয় তখন কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন। যখন কুণ্ডলিনী স্থূল অবস্থায় থাকেন তখন তিনি মূলাধার চক্রে অধিষ্ঠিতা। যখন সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্রে আসেন তকন সাধক পরমাত্মার সঙ্গে এক জগতে আছেন বলে অনুভব করেন। 'যদিও তিনি অনেক দূরে তবু দৃশ্য হন, মনে বাব আসে যে একদিন তাঁর কাছে পৌঁছে যাব'। একে সালোক্য সমাধি বলে। যখন কুণ্ডলিনী সালোক্য সমাধিতে উন্নীত হবেন তখন ভক্তি ছাড়া এটা কিভাবে ক্রিয়ান্বিত হবে? ভক্তি ব্যতিরেকে পরমাত্ময় জীবাত্মাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি ভক্তি ছাড়া কুণ্ডলিনীর নিদ্রা ত্যাগও সম্ভব নয়। ভক্তি না থাকলে জ্ঞান, শিক্ষা, পাণ্ডিত্য সব বৃথা। ভক্তি শূন্য যোগীর কাছে যোগ বৃথা। জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য না থাকলেও শুধু ভক্তি থাকলে সাধক মনোযোগী হয়ে যাবেন ও তিনি যোগে প্রতিষ্ঠিত হবেন। ভক্তি আরও জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী মণিপুর চক্রে পৌঁছায়। এই অবস্থাকে সামীপ্য সমাধি বলে। যে সাধক এই অবস্থায় পৌঁছাল তিনি অনুভব করেন পরমাত্মা তাঁর কাছে আছেন। যেখানে ভক্তি নেই সেখানে কুলকুণ্ডলিনী এই পর্যায়ে আসতে পারে না। তারা হঠযোগী হতে পারেন কিন্তু পরমাত্মাকে পেতে পারেন না।

ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট—সব সময়ে মনে রাখবেন, আমরা সবাই, বিশেষত আপনি আর আমি অভিবাসী আর বিপ্লববাদীদের সন্তান।

বি আর আম্বেদকর —হিন্দু ধর্মে বিবেক, যুক্তি ও স্বাধীন ভাবনার বিকাশের কোনও সুযোগ নেই।

হেনরি ফোর্ড —যে ব্যবসা অর্থ ছাড়া আর কিছুই তৈরি করতে পারে না, সেই ব্যবসা আসলে ভালো ব্যবসা নয়।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ মার্চ — ভারতে প্রথম ইস্পাত কারখানা টিসকো স্থাপিত হল ১৯০৮
'পথের দাবি' ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১৯৩৯

২ মার্চ — মস্কোতে প্রথম কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের অধিবেশন ১৯১৯
আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সহ সভাপতি নির্বাচিত হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৯০

৩ মার্চ — টেলিফোনের আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের জন্ম ১৮৪৭
জামশেদজি টাটার জন্ম ১৮৩৯
কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের জন্ম ১৮৮৩
বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

৪ মার্চ — নয়াদিল্লিতে প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হল ১৯৫০
এশিয়াতে প্রথম মহিলা কলেজ হিসেবে বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৯৭

৫ মার্চ — জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা ১৮৫১
কলকাতায় ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো সাভেজকে সম্বর্ধনা ২০০৫
গান্ধী আরউইন চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৩১

৬ মার্চ — কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির প্রথম সাক্ষাৎ ১৯১৫
জাতীয় দন্ত চিকিৎসা দিবস

৭ মার্চ — মহাকাশে 'কেপলার'-এর নামে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গড়তে নাসার উদ্যোগ ২০০৯
স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ বল্লভ পন্থের প্রয়াণ ১৯৬১

৮ মার্চ — বিশ্ব নারী দিবস

৯ মার্চ — মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিনের জন্ম ১৯৩৪
আমেরিকার পুতুল বারবিডলের আত্মপ্রকাশ ১৯৫৯

১০ মার্চ — প্রথম সফল টেলিফোন কল করলেন গ্রাহাম বেল ১৮৭৬
সবরমতী আশ্রমে প্রথম গ্রেপ্তার বরণ করলেন গান্ধীজি ১৯২২
ইউরেনাসের আংটি আবিষ্কার করলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ১৯৭৭

১১ মার্চ — বেঙ্গল ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি স্থাপিত ১৯০৬

১২ মার্চ — মোস্তাফা কামাল আতার্তুক প্রথম তুর্কি প্রেসিডেন্টের জন্ম ১৮৮১
সাহিত্য আকাদেমির উদ্বোধন ১৯৫৪
পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের প্রয়াণ ১৯৬০
ডান্ডি অভিযান ১৯৩০

১৩ মার্চ — ওস্তাদ বিলায়েৎ খান-এর প্রয়াণ ২০০৪

১৪ মার্চ — অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম ১৮৭৯
ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'আলম আরা' মুম্বইতে মুক্তি পেল ১৯৩১
নন্দীগ্রামে হিংসার বলি ১৪টি প্রাণ ২০০৭

১৫ মার্চ — লেখক আনন্দশংকর রায়ের জন্ম ১৯০৪
আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা লেডি রানু মুখার্জির প্রয়াণ ২০০০
উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ ২০১৯

১৬ মার্চ — রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) জন্ম ১৮৮০

১৭ মার্চ — ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উদ্বোধন হল ১৯২১
বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের জন্ম ১৯২০
এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্থাপিত হল ১৮৬৬

১৮ মার্চ — লেখক বিমল মিত্রের জন্ম ১৯১২
আইন অমান্যের জেরে গান্ধীজির কারাবরণ ১৯২২

১৯ মার্চ — ইরাক থেকে সাদ্দামকে অপসারণের জন্য আমেরিকার আক্রমণ শুরু ২০০৩

২০ মার্চ — বিশ্ব চড়ুই দিবস (চড়ুইপাখি)

২১ মার্চ — বিশ্ব কবিতা দিবস
দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা এবং সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১৯৭৭
ওস্তাদ বিসমিল্লা খানের জন্ম ১৯১৬

২২ মার্চ — চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হল ১৯৭৩
বিশ্ব জল দিবস
কোভিডের বিরুদ্ধে দেশে দীর্ঘতম কার্ফুর ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২০

২৩ মার্চ — ভগৎ সিং, সুখদেও এবং রাজগুরুর ফাঁসি ১৯৩১

২৪ মার্চ — কলকাতা-আগ্রা টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা গড়ার কাজ শুরু হল ১৮৫৫
অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৯১২
বিশ্ব যক্ষা দিবস

২৫ মার্চ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার চুরি ২০০৪

২৬ মার্চ — প্যারিস কমিউনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ১৮৭১
প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হল বাংলাদেশে ১৯৭২

২৭ মার্চ — বিশ্ব নাটক দিবস
দেশ থেকে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার ১৯৭৭

২৮ মার্চ — ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম ১৮৬৮
কলকাতায় সম্বর্ধনা দেওয়া হল ইয়াসের আরাফতকে ১৯৯০

২৯ মার্চ — পরিচালক অভিনেতা, নাট্যকার উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯
সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭

৩০ মার্চ — লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৯
সত্যজিৎ রায়কে অস্কার সম্মানে ভূষিত করা হল ১৯৯২

৩১ মার্চ — লেখক নিকোলাই গোগোলের জন্ম ১৮০৯
আইফেল টাওয়ার উদ্বোধন ১৮৮৯

ভারতের ২০২৫-এর বাজেট প্রস্তাব কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে?

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রত্যেক বছরের মতোই ২০২৫-এ ১ ফেব্রুয়ারি দেশের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রস্তাব পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এমনিতে একটা দেশের বাৎসরিক বাজেট আয়-ব্যয়ের খতিয়ান বললেও এই বাজেটের মধ্যে একটা আর্থ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। একটা লক্ষ্যও থাকে কিভাবে দেশের অর্থব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

পার্লামেন্টে এই বাজেট পাশ করানো হয় উভয়কক্ষে আলোচনার পর। ভারতের বর্তমান বাজেটে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার পরিমাপ করা হয়েছে ১০.২% । পরে এর থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বাদ দিলে প্রকৃত আয়-বৃদ্ধির হার ঠিক হবে। আয় বৃদ্ধির হার খুব একটা বেশি ধার্য করা হয়নি বাস্তব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে। যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ৪৫% থেকে ৫% হয় তবে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ হবে। এটা ভারতের অর্থব্যবস্থার হিসাবে বেশি নয়। আবার খুব খারাপও নয়। কিন্তু ভারতের যা পরিস্থিতি তাতে ৭% জাতীয় আয় বাড়াতে না পারলে এত বেশি জনবহুল দেশের মানুষের ভাল করা অনেক দীর্ঘস্থায়ী হবে।

কোন পরিস্থিতিতে এই বাজেট পেশ করা হল?

প্রথমত, এই সময় ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার নিম্নগামী গত অর্থ বছরের ৮.২% থেকে এবারের অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার ৬.২% হলেও তা বেশ ভাল বলেই বিবেচিত হবে। সম্ভাবনা আরো কমার।

দ্বিতীয়ত, যে দুটো বিষয়ের দেশের অর্থব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি, বেসরকারি ভোগব্যয় এবং বেসরকারি বিনিয়োগ তা বেশ কম।

তৃতীয়ত, কাজের সুযোগ দিন দিন কমছে। মানুষ বাধ্য হয়ে কৃষিতে যোগ দিচ্ছে বা নিজের বাড়ির কোন ছোট কারবারে আংশির সময়ের জন্য নিয়োজিত হচ্ছে।।

চতুর্থত, এক নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তা হল শুল্কবৃদ্ধির লড়াই। এর উত্থান হয়েছে মূলত আমেরিকাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার শুরু থেকেই। এর ফলে যদি রপ্তানি মার খায় তবে সকল অর্থব্যবস্থাতেই সঙ্কট তৈরি করবে। ফলে আরো সঙ্কুচিত হবে আয় বৃদ্ধির হার, বাড়বে মূল্যবৃদ্ধি এবং ডলারের তুলনায় অর্থের বিনিময় মূল্য।

এই পরিস্থিতিতে বাজেটে কী কী করা হল?

সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হল বেসরকারি ভোগব্যয় বাড়াতে বড়মাপের আয়কর ছাড় দেওয়া হল। পরের অর্থবর্ষে যারা ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বছরে আয় করেন তাদের পর্যন্ত কোন আয়কর না দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। এর ফলে সরকারের আয় কমবে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা। এছাড়া প্রায় ১ কোটি করদাতা করদান থেকে মুক্ত হবে। এমনিতেই ভারতে সাড়ে তিন কোটি মানুষ কর দেন এরপর প্রকৃত করদাতা কমে ২.৫ কোটিতে দাঁড়াবে। কেন এরকম করা হল? যুক্তি হল এই যে কর ছাড় দেওয়া হল এই টাকাটা বহু মানুষের আয় বেড়ে যাওয়ার মতই হল। ফলে বাজারে যদি এই টাকা ভোগ ব্যয়ে আসে তবে বাজারে চাহিদার পরিমাণ বাড়বে।

কিন্তু এর বিপরীত মত হল যাদের কর ছাড় দেওয়া হল তারা মোটেই একেবারে সাধারণ মানুষ নয়। এদের ভোগব্যয় মোটামুটি ঠিকঠাকই ছিল। ফলে আয় বাড়লে তার কেবল একটা ছোট অংশই বাজারে ভোগজনিত খরচ হিসাবে আসবে। বাকি বেশির ভাগ বাড়তি আয়ই সঞ্চয় হতে পারে অথবা ইএমআই অগ্রিম মেটাতে বা বিদেশী লোভনীয় জিনিস কিনতে খরচ হতে পারে। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে কর ছাড় দেওয়া হল তা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। অন্যান্য ক্ষেত্র—ভোগ, বিনিয়োগ কম হওয়ার কারণে সরকারি বড় মাত্রায় খরচ অর্থব্যবস্থাকে বাড়তে সাহায্য করবে। কিন্তু এতে কতটা কাজের সুযোগ এবং সাধারণ মানুষের আয় বাড়বে তা বলা সহজ নয়।

স্বাস্থ্য খাতে খরচ বাড়ানো হয়েছে

প্রায় ৯ হাজার টাকা বেশি ধার্য হয়েছে আগামী অর্থবর্ষে, ক্যানসার চিকিৎসার জন্য ডে. কেয়ার অর্থাৎ কেমো দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা এগুলো যাতে জেলাতেই হতে পারে তার জন্য ৩ বছরের মধ্যে সব জেলা হাসপাতালে ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হল শ্রম নিবিড় ক্ষেত্র। অর্থাৎ এখানে বেশি করে শ্রমিক নিয়োজিত হতে পারে। বড় বড় সরকারি বিনিয়োগ অর্থাৎ পরিকাঠামো বা অন্যান্য ক্ষেত্র এখন মূলধন নিবিড়। রাস্তাঘাট, সেতু তৈরিও এখন মূলধন নিবিড়। এছাড়া বেসরকারি বড় প্রতিষ্ঠান তো আগেই মূলধন নিবিড় হয়ে গেছে। তাই সরকারের উচিত ছিল ওই সমস্ত ক্ষেত্রে বেশি বেশি করে অর্থ নিয়োজিত করা। তবেই হতে পারে উদ্দেশ্যপূরণ। এছাড়া আয়কর ছাড় দিনে মূলত সংগঠিত ক্ষেত্র লাভবান হতে পারে।

চলমান অর্থবর্ষেই আরো ১০ হাজার মেডিকেল সিট বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে মোট সিট সংখ্যা ৭৫ হাজার বাড়বে আগামী ৫ বছরে।

কৃষিক্ষেত্রের কয়েকটি দিক

আরো নতুন করে ১০০ কৃষি অনুন্নত জেলাকে উৎপাদনশীল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এটা নিশ্চই দেশের পক্ষে ভাল করবে যদি সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

গ্রামোন্নয়ন খাতে খরচ কমেছে বর্তমান অর্থবর্ষে

গ্রামোন্নয়নের খাতে বর্তমান অর্থবর্ষে খরচ ধার্যের তুলনায় কম হয়েছে এবং এক্ষেত্রেও ওই একই কারণ কেন্দ্রীয় ভোট এবং বৃষ্টিবাদল। তা ১০০ দিনের কাজের জন্যই হোক বা ঘরবাড়ি তৈরির ক্ষেত্রেই হোক। তবে আগামী অর্থবর্ষে, কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ ১২.৮% বেড়েছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি করা হয়েছে। তবে তেমন বছরে পরিবর্তিত হিসাবের তুলনায় (যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি) আগামী অর্থবর্ষে ২১% বাড়ানো হয়েছে। আবার গ্রামোন্নয়ন খাতে এই অর্থবর্ষে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার কোটি ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু আগামী অর্থবর্ষে তা ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ধার্য হয়েছে। এর অর্থ প্রকৃত ধার্য খরচ অনেক কম। এটা একটা বাজেটের দুর্বলতার জায়গা। জনজীবন মিশন অর্থাৎ গ্রামবাসীদের পানীয় জলের সরবরাহ যাতে অর্থবরাদ্দ কমানো হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে এটা ৭০, ১৬৩ কোটি ধার্য হলেও খরচ হয়েছে মাত্র ২২,৬৯৪ কোটি টাকা। আগামী অর্থবর্ষে এটা করা হয়েছে ৬৭,০০০ কোটি টাকা।

অতএব মোটের ওপর কী হল বাজেটের ফলে

বর্তমান সরকার মনে করেন ২০৪৭ সালে মধ্যে ভারতকে নিয়ে যেতে হবে 'বিকশিত ভারতে'। এর অর্থ ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত উন্নত দুনিয়ার গোষ্ঠীতে স্থান পাবে। এর অর্থ হল বর্তমানে ভারতের মানুষের গড় আয় ২,৪০০ ডলার। তা ২০৪৭ সালে ১৪,০০০ ডলার হবে ভারতীয়দের গড় আয়। কিন্তু তার জন্য ভারতের যেভাবে জাতীয় আয় বাড়ানো উচিত তার ধারে কাছেও যাওয়া যাচ্ছে না। ভারতে আর্থিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বর্তমানে জাতীয় আয় বাড়তে হবে প্রায় ৬.৫% হারে। অর্থব্যবস্থা যত বড় হবে বৃদ্ধির হার কম হবে যদি বিশেষ স্বচ্ছ উদ্ভাবনশীল না ঘটে। তাই অনেকেই মনে করছেন ২০৪৭-এ ভারতের মানুষের গড় আয় ৪০০০ ডলার করাই চ্যালেঞ্জ। বর্তমান বাজেটের গতিপ্রকৃতিও তাই প্রমাণ করে বলে অনেকেই বলছেন। আমরা আদৌ কি উন্নতশীল দেশ হতে পারবো আগামী ৫০-৭৫ বছরে?

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য শুল্কনীতি ভারতের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক

কিশোরকুমার বিশ্বাস

আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটে জেতার পর থেকেই বিশ্বকে আতঙ্কিত করেছে তাদের অর্থব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিয়ে। অর্থাৎ টাম্প যখনই বললেন, তাঁর প্রধান লক্ষ্য আমেরিকার স্বার্থ দেখা। বিশেষ করে আর্থিক বিষয়ে আমেরিকা এমনভাবে চলবে যাতে করে তার নিজের স্বার্থ সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

ট্রাম্পের এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ কী?

ট্রাম্প মনে করেন বিগত দু'দশকে আমেরিকার শিল্পের হাল খারাপ হয়েছে। ফলে বেকারত্ব অনেক বেড়েছে। এই অবস্থা হয়েছে অর্থব্যবস্থার বিশ্বায়ন হওয়ার পর থেকে। বহু দেশ বিভিন্নভাবে, বহুক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূতভাবে তাদের দেশের তৈরি জিনিস আমেরিকাতে রপ্তানি করে চলেছে। ওই সব দেশের দ্রব্যের দাম অনেক কম। তাই আমেরিকার বহু উৎপাদন সংস্থা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। ফলে সে দেশে বেড়েছে বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য। ট্রাম্পের প্রথম লক্ষ্য তাই নিজের দেশের শিল্প উৎপাদনের ব্যবস্থা অনেকটা পুনরুদ্ধার করা। এর জন্য অন্যদেশের দ্রব্যের ওপর আমদানী শুল্ক বসিয়ে ওই সমস্ত দ্রব্যের আমেরিকাতে দাম বাড়াতে হবে। তাই দাম বাড়লে ওই বিদেশি দ্রব্য প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা হারাবে এবং ফলে দেশেই উৎপাদন ব্যবস্থা আবার গড়ে উঠবে।

শুরু হয় কানাডা এবং মেক্সিকোর দ্রব্যের ওপর বড় মাত্রায় শুল্ক চাপিয়ে দেবার পর থেকেই। এছাড়া চিন হল এই ব্যাপারে আমেরিকার প্রথম লক্ষ্য। গত ২০/৩০ বছর ধরে চিন যেভাবে আমেরিকার বাজারে তাদের দেশের দ্রব্যের বাজার বাড়িয়েছে তাতে করে আমেরিকার বহু ছোট বড় উৎপাদন প্রতিষ্ঠান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে এবং ফলে বেড়েছে বেকারত্ব। চিনের বেশ কিছু দ্রব্যের ওপর ৩০% পর্যন্ত শুল্ক চাপানোর ব্যবস্থা হয়েছে এবং এটা আগামী দিনে বেড়ে চলবে।

ট্রাম্পের এই নীতি কি মঙ্গলজনক হবে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায়?

এই কথাটিই সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে। এছাড়া কোন জিনিসের ওপর আমদানি শুল্ক বসালে সেই দেশের অর্থের বিনিময় মূল্য বাড়ে রপ্তানিকারক দেশের অর্থের তুলনায়। এই কারণে যদি ডলারের বিনিময় মূল্য বাড়ে তবে প্রতিযোগিতায় আমেরিকান দ্রব্য পিছিয়ে যাবে কারণ দাম বাড়বে জিনিসের। অনুরূপে অন্য দেশ যদি আমদানি শুল্ক বসাতে থাকে তবে সেই দেশগুলোতেও ওইভাবে দাম বাড়বে এবং তারাও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাবে।

আসলে কোন অর্থব্যবস্থা কেবল একাই এগিয়ে যাবে এই অর্থনৈতিক ইতিহাস মানতে পারে না।

ভারতের কি আমদানি শুল্ক সত্যিই বেশি?

ভারতের আমদানি শুল্ক এতই বেশি বলেই ট্রাম্প মনে করেন যে তিনি বলেছেন, ভারত হল আমদানি শুল্কের রাজা। অর্থাৎ ভারত নিজে চাইছে অন্যদেশে কম শুল্কে দ্রব্য রপ্তানি করতে সেই সমস্ত জিনিস যেগুলো ভারত ভাল উৎপন্ন করে। আবার অন্য দেশের দ্রব্যকে আটকানোর জন্য ভারত বড় মাপের আমদানি শুল্ক বসিয়ে রেখেছে। ভারতের গড় আমদানি শুল্কের পরিমাণ আমেরিকার গড় পরিমাণের পাঁচ গুন বেশি। যদি ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশের সঙ্গে তুলনা করি অর্থাৎ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে যে ব্রিকস তার মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি আমদানী শুল্কের প্রকোপ।

কেন এত বেশি শুল্ক চাপিয়েছে ভারত?

ওই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ধর। বর্তমানে কাউন্সিল ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্টের একজন অধ্যাপক এবং একজন বাণিজ্য অর্থনীতিবিদ। অধ্যাপক ধর বলেছেন (১৯ ফেব্রুয়ারি, বিজনেস টাইমস) ভারতে ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালে অ-কৃষিজ দ্রব্যের ওপর আমদানি শুল্ক ছিল ১৫%। ভারতের কৃষি খুব আধুনিক নয়। এর উৎপাদনশীলতা বেশ কম। তাই বিশ্বের অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় কৃষিপণ্যে প্রতিযোগিতা করে এঁটে ওঠা অসম্ভব। তাই ভারতের কৃষিকে রক্ষা করার জন্যই বেশি আমদানি শুল্ক নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের এত আর্থিক বৃদ্ধির সময়ও কৃষি অর্থব্যবস্থা এত দুর্বল কেন? তাই তাকে আধুনিক করে তোলা যায়নি। এত বড় দেশে এত বড় কৃষি ব্যবস্থায় কৃষিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ভারতের মোট বিনিয়োগের মাত্র ৬%। তাই এই কারণে কৃষিকে উন্নত করা যায়নি বলেই ধর মনে করেন।

তবে এমন অবস্থায় ভারতকে আমেরিকা কিভাবে দেখবে?

এটা এখনও স্পষ্ট হয়নি। তবে এপ্রিল থেকে চালু হবে বিভিন্ন শুল্ক চাপানোর পরিকল্পনা। ফক্স নিউজ এ ট্রাম্প এবং আমেরিকার ধনকুবের এলন মাস্ক-এর কথোপকথনে দেখা গেছে যে সেখানে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-কে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ভারতের উচ্চমাত্রায় আমদানি শুল্কের বিপরীতে আমেরিকাও ভারতীয় দ্রব্যের ওপর আমদানি শুল্ক চাপাবে এবং এই নিয়ে কারো কোন কথা শোনা হবে না। ফলে ঠিক কী পরিস্থিতি দাঁড়াবে তা দেখার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে, তবে কৃষিজ পণ্যের বাজার একেবারে খুলে দিলে ভারতের পক্ষে তা হবে চরম ক্ষতিকর, এবং ভারত তা করতে পারবেও না বলেই মনে হয়।

তবে বিষয়টি যে অন্য কিছু হতে চলেছে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি দি হিন্দুর এক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ফক্স নিউজের ওই আলোচনায়, যেখানে ট্রাম্প বলছেন, টেলসা ফ্যাক্টরি ভারতে ইভি (ইলেট্রিক ভেহিক্যাল) কারখানা খুলবে, এটা না করাই ভাল। কারণ কারখানা আমেরিকায় হবে এবং ভারতকে আমদানি শুল্ক একেবারে কমিয়ে ফেলতে হবে যাতে টেলসা ফ্যাক্টরি ওই গাড়ি ভারতে ঠিক দামে বিক্রি করতে পারে। তাই আগামীদিন কী হতে চলেছে সেটা এখনও খুব স্পষ্ট নয়। তবে একটা বিশ্বব্যাপী বড় ধরনের অর্থব্যবস্থা নাড়াচাড়া হতে চলেছে বলেই অনেকে মনে করেন।

বিপরীত কথাও শোনা যাচ্ছে। তা হল ভারতের যেহেতু অভ্যন্তরীন বাজার বেশ বড় তাই অতটা আশঙ্কার কারণ নেই। তাছাড়া ভারতের দ্রব্যের রপ্তানি এখনও খুব বেশি নয়। বিপরীতে ভারতের পরিষেবা রপ্তানির পরিমাণ বেশ ভাল এবং তা উর্দ্ধমুখী। এই পরিষেবা রপ্তানির ওপর শুল্ক চাপাবার কথা এখনই জোরালো হচ্ছে না।

অস্থির বাজারে SIP এর মাধ্যমে ভালো শেয়ারে বিনিয়োগের সুযোগ নেওয়া উচিত

জীবন চন্দ্র পাইন

বাজারকে উল্লসিত করতে অনেক দাওয়াই এল। মাসের প্রথম দিনে অভাবনীয় বাজেট, তারপরে সুদ হ্রাস। মধ্যবিত্তের হাতে এক লক্ষ কোটি টাকার বাড়তি পুঁজির ব্যবস্থা। ঠিক পরের সপ্তাহেই ঋণে সুদ ছাঁটাই। ফের মধ্যবিত্তের একাংশের ঋণে সুদের খরচ কমে গেল। আশা ছিল এই বাড়তি নগদে বাজারে জোয়ার আসবে। ঝিমিয়ে পড়া বাজারে কিছু উর্দ্ধগতি দেখা যাবে। বাস্তবে তা পাওয়া গেল না। এই খবরে বাজেটের দিন বাজার সাময়িকভাবে উঠলেও বাজেটের পরে ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। এর সাথে সাথে আরও উদ্বেগ তৈরি হল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক বিপ্লব। ট্রাম্প একাই দুনিয়াভর এমন উদ্বেগের বাতাবরণ তৈরি করেছেন যে, তা কাটিয়ে আমেরিকা সহ সারা বিশ্বের বাজারে সূচক উর্দ্ধমুখি হতে পারছে না।

তিন কোটি মানুষ যারা কর ছাড় পাবেন তাদের জন্য এতটা আয় ত্যাগ কতটা যুক্তিগ্রাহ্য তা নিয়েও ভাবার আছে। কারণ ১৩৭ কোটি মানুষ করের আওতায় আসেন না। মোদি আমেরিক সফর করলেন। তাতেও তেমন কিছু সুরাহা পাওয়া গেল না। যা অনেক আশা করা গেছিল। উপরন্তু আমেরিকা বিভিন্ন পণ্যের আমদানির ওপর শুল্ক বাড়িয়ে চলেছে। মাসে লগ্নিকারিরা হারিয়েছে ২৫.৩১ লক্ষ কোটি টাকা।

এই সংশোধনের বাতাবরনে অনেক ভালো শেয়ারের দাম অনেকটা পড়েছে। এইসব দামে ভালো ভালো শেয়ার SIP-তে কেনার সুযোগ এসেছে তা কাজে লাগানো উচিৎ। বহু ফান্ডের ন্যাভ (NAV) ও কমেছে। শেয়ার ও ফান্ডে পুঁজি ঢালতে পারেন লগ্নিকারিরা। আশা করা যায় কর ও সুদ কমায় অর্থনীতিতে প্রাণ ফিরলে বাজারও ঘুরে দাড়াবে।

বিনিয়োগ ভাবনার কথা ভেবে নিচে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা হল। (১) সুদ হ্রাস, কর ছাড় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করলে বাজারে জোয়ার আসতে পারে। (২) সংশোধনে বাজারে ভালো ভালো শেয়ার বিনিয়োগের সুযোগ এনে দিয়েছে।

Sona BLW Precision : ইলেকট্রিক যানবাহনের যন্ত্রাংশ তৈরির কোম্পানি। এদের তৈরি যন্ত্রাংশ শুধু দেশের মধ্যে সরবরাহ হয় তা নয়, বিদেশেও এদের যন্ত্রাংশ সরবরাহ হয়। বিদেশের এমন বৃহৎ ২১টি কোম্পানিকে এরা যন্ত্রাংশ সববরাহ করে। দেশীয় বাজারে এদের যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই পুরো সেক্টরের উপর ভারত সরকারের নজর আছে। কোম্পানির অর্ডার বুক বেশ মজবুত।

শেয়ারের বর্তমান দাম ৪৯০ টাকার আশেপাশে। এই শেয়ার এখন খুব বেশি না চললেও মধ্য মেয়াদে এবং দীর্ঘমেয়াদে এর দৌড় থাকবে। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এই সেক্টরের বেশ কিছু শেয়ার যেমন UNO Minda Ltd., Bharat targe, Alu Max ইত্যাদির শেয়ারের ওপরও নজর থাকবে তীক্ষ্ণ।

JSW-Intro : IPO আশার পর থেকে বাজারে ভালো দৌড়োচ্ছে এই শেয়ার। প্রোমোটারদের নতুন করে বাজার থেকে শেয়ার কেনার খবরে আবার দৌড় শুরু হয়েছে। বর্তমান দাম (254 টাকা) থেকে আরও দৌড়াতে পারে। কিন্তু এই দামে কেউ ঢুকবেন না। সংশোধনের উপর নজর রাখুন। প্রয়োজনে বাজার নিচে আসলে SIP (Systematic Investment Plan)-তে কেনার কথা ভাবা যেতে পারে।

Hindware Home : IPO আসার পরে তেমনভাবে এগোতে দেখা যায়নি। কিন্তু কিছুদিন ধরে প্রোমোটার গ্রুপের (Promoter Group)-এর বাজার থেকে শেয়ার কেনার খবরে নিচের থেকে 12% উপরে শেয়ারের দামে ঝলক এল। খুব স্বল্পসময়ের জন্য যদি কিনে থাকেন একবার মুনাফা পেলে বেরিয়ে যাবেন।

বর্তমান দাম 217 টাকার কাছে। বাজার সংশোধনের জন্য অপেক্ষা করুন। নিচের দামে SIP এর মাধ্যমে তুলবেন দীর্ঘমেয়াদের জন্য। তাতে প্রভুত লাভের মুখ দেখতে পারেন।

Punjab National Bank (পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক) : গত দু'বছরে অনুৎপাদক (NPA) সম্পদের পরিমাণ অনেকটা কমাতে পেরেছে। গত ত্রৈমাসিকে নীট মুনাফা আগের বছরের ওই সময়ের থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে 4508 কোটি টাকা। মোট অনুৎপাদক সম্পদ দাড়িয়েছে 4.09% । যা গতবার ছিল 6.24%। বাজার সংশোধনে এই শেয়ারে বিনিয়োগ ভাবনা থাকবে।

Yes Bank (ইয়েস ব্যাঙ্ক) 17 টাকা ভেঙ্গে কয়েকমিনিটের মধ্যে 17 টাকার উপরে চলে এসে 19 টাকা পর্যন্ত কাজ হয়ে গেল। প্রতি সংশোধনে এই শেয়ারকে বিনিয়োগ ভাবনা থাকবে। আর্থিক ফলাফল খুব বেশি ভালো খবর না থাকলেও আগের বারের তুলনায় ক্ষতি (Loss) অনেকটা কমিয়েছে।

Commodity (কমোডিটি) শুল্ক যুদ্ধ যা আমেরিকা ট্রাম্প আসার পর শুরু হয়েছে, ভু-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সোনা কেনার বহর সোনার দামকে টেনে তুলছে। বিশ্ববাজারে (শেয়ার বাজার) অস্থিরতা যত বাড়বে মূল্যবান ধাতুর চাহিদা (সোনা, রূপো, প্লাটিনাম ইত্যাদি) যা তাতে বিনিয়োগের বহর তত বাড়বে। সোনা প্রায় ৮৮,০০০ টাকা এবং রূপো ৯৯,০০০ টাকার কাছে গিয়ে এখন একটু নিচে, বিশ্বের নানা হালচাল যা বলছে তাতে সোনা ও রূপের দামে খুব বেশি ভাঁটা পড়বে না। সতর্ক হয়ে কেনাবেচা করবেন। উপরের দামে বিক্রি করলেও স্বল্প মুনাফা পেলে ঘরে তুলুন। আবার সামান্য কারণে নিচে থাকলে কেনার কথা ভাবতে হবে।

সাবধান Mark to Mark (M to M) পর্যাপ্ত রেখেই NG বেচবেন। না হলে দাম বাড়লে আপনার সওদা (Trade) কেটে যেতে পারে। এতটা উঁচুতে NG বেশিদিন স্থায়ী হবে না। নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। আজ এই পর্যন্ত। পত্রিকায় নজর রাখুন। খবরের ডালি নিয়ে আবার দেখা হবে আগামীতে। (মতামত নিজস্ব)

যোগাযোগ ঃ 9875530589 9830136198

অন্যের মাতৃভাষাকেও সম্ভ্রম করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি- দোকানের সাইনবোর্ড বাংলাতে লিখে আর বাছা বাছা শব্দ বসিয়ে বাংলায় গান গেয়ে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করা যাবে না। এরজন্য প্রয়োজন গভীর অনুশীলন, অন্য ভাষা থেকে মূল জিনিসটাকে তুলে নিয়ে আসা। চাই প্রচুর অনুবাদ। এই রাজ্যে অতীতে যাঁরা প্রাথমিক পর্যায় থেকে ইংরেজিকে বিদায় দিয়েছিলেন, তারা কখনই অনুবাদের দিকে প্রয়োজনীয় নজরটা দেয় নি। এভাবেই ইংরেজি থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং বোধ থেকে বঞ্চিত হয়েছে অজস্র ছেলেমেয়ে। এটাও একধরনের অবহেলা। ফলে বেশি ক্ষতি হয়েছে নীচুতলার মানুষজন। পাশাপাশি তথাকথিত এলিট সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি মাধ্যমটা চড়চড় করে বেড়ে উঠেছিল। অনেক ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষায় খাতা দেখে মনে হত এরা ইংরেজি তো নয়ই, এমনকি বাংলাটাও ভালোভাবে জানে না। বিষয়ের ওপর জ্ঞানও কম। পরীক্ষায় কোনরকমভাবে পাশ করে যাওয়ার ভাষা হিসেবেই হয়ত বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে। আর অনুবাদের অভাবে অনেক সাহিত্যপ্রিয় বাঙালির ভারতীয় সাহিত্যের ওপর চর্চা অনেক কম। এটা অবশ্য ব্যক্তিগত দৈন্যতা।

আমাদের নিজেদের দেশে অনেক মাতৃভাষাকে নগণ্য হিসেবে ভাবা হয়েছে। যেমন স্বাধীনোত্তর অসমে বাংলার দুরাবস্থা। বাঙালি অধ্যুষিত বরাকে ১৯৬১ সালে ১১ জন শহীদের আত্মদানের কথা আমরা জানি। আবার বাংলাভাষী মানভূমকে বিহার থেকে বাংলায় যুক্ত করার জন্য ১৯৫৬ সালে ব্যাপক লড়াই আন্দোলন করতে হয়েছিল। সেকারণেই নিজের মাতৃভাষাকে স্নেহ করার পাশাপাশি অন্যের মাতৃভাষার দাবিকেও সমান মর্যাদা দেওয়া জরুরি। ইদানিং বিশ্বজুড়ে মধ্যবিত্তের যাবৎ পার্থিব আশা-আকাঙ্খার পাশে তার মাতৃভাষা প্রীতি অনেকটাই অস্বচ্ছ। নিছক ভালোবেসে ভাষার চর্চা কতখানি করা যায়? বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সেই ভালোবাসা কোথায়? সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে আজ পৃথিবী জুড়ে মাতৃভাষাগুলো সঙ্কটাপন্ন। বিশাল সংখ্যায় মানুষের ভাষা বাংলা হলেও তা আজ কোণঠাসা। কলকাতায় পড়তে আসা ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা অথবা বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের কথাই ধরা যাক। এখানে তাঁদের প্রতি মুহূর্তে বিদ্রুপ শুনতে হয়। শেষপর্যন্ত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাগিদ থেকেই তারা কলকাতার ভাষা আয়ত্ত করে নেয়। গত দু'দশকে আমরা দেখেছি রাজবংশী আর কামতাপুরীদের আন্দোলন। দেনা-পাওনার রাজনীতির কবলে পড়ে একই রাজবংশী সম্প্রদায়ের দুটি পৃথক আন্দোলন আমরা দেখেছি। এখানে ভাষাও দ্বিধাবিভক্ত।

ঔপনিবেশিক যুগের শেষপ্রান্তে অনেকে প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় আমদানি করেছেন, যা সাধারণ হিন্দু মুসলমানদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হতে লাগল। সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় তো আছেনই কিন্তু আক্রান্ত হলেন নজরুলও। ধর্মীয় সত্তার প্রভাব পড়ল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। দেনা-পাওনার আকাঙ্খা ও অসন্তোষ দুটোই ছিল। এবার মানসিকতায় চিড় ধরল, দু-টুকরো হল দেশ। ১৯৫২-ভাষা আন্দোলনে যে শহিদদের স্মরণ করে সমগ্র 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস পালন করে, ইতিহাস আজ তাদের আত্মদানকে স্বদেশে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। আমরা যদি বাংলাভাষাকে সসম্মানে বেঁচে থাকার জন্য আগ্রহী হই তবে অন্যের মাতৃভাষার প্রতিও সম্ভ্রম দেখানোর সাথে ভাল আর জ্ঞানচর্চা আমাদের সঙ্কল্প হওয়া উচিত।

প্রিয় সম্পাদক

পদপিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু, লজ্জা

কুম্ভমেলায় পদপিষ্ঠ হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর কথা জেনে খুব খারাপ লাগল। অতীতকাল থেকে চলে আসা মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে। ১৮২০ সালে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় ৪৩০ জনের মৃত্যু দিয়ে শুরু হয়েছে, ২০২৫ সালেও তা ঘটে চলেছে। একাধিকবার এই মৃত্যুর ঘটনা থেকে বর্তমান উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের কোনও শিক্ষাই হয়নি। এবার প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ হয়েছে। গ্রহ নক্ষত্রের বিচারে এবারের কুম্ভমেলা পূণ্যলগ্নে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা ১৪৪ বছর অন্তর আসে। ফলে এবারের কুম্ভে ভিড় যে হবে, এটা তো জানাই ছিল, প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এত মানুষকে মরতে হত না। এটাই হল প্রশাসনের তরফে গাফিলতি। এবারের কুম্ভ নিয়ে একবছর ধরে প্রচার চালিয়েছে প্রশাসন এবং সেই প্রচার যে একেবারেই অসার তা বোঝা গেল ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে। পদপিষ্ঠ অগ্নিকাণ্ড সবই ঘটবে। এর দায়তো স্বীকার করুক প্রশাসন।

সজ্জন আগরওয়াল, বড়বাজা

সরস্বতী বন্দনা

সরস্বতী পুজোকে নিয়ে প্রতিটি প্রজন্মের পৃথক পৃথক স্মৃতি রয়েছে। যখন কোচিং ক্লাসের রমরমা চলছে, তখন কোচিং সেন্টারে সরস্বতী পুজো বেশ জমজমাট ছিল। তখন এই পুজোকে ঘিরে অসংখ্য লেখালেখিও হয়েছে। দেবীর কাছে প্রণাম করে পাশ করিয়ে দেওয়ার প্রার্থনা করেছি। এখন এই প্রার্থনা তেমন কেউ করে না। উল্টে সরস্বতী পুজোর দিনটা এখন বাঙালির প্রেমদিবসে পরিণত হয়েছে। সেটা খারাপ নয়। যুগ ও সময়ের পরিবর্তনটা দেবীও প্রত্যাখান করতে পারেন না। এই সুযোগে পড়াশুনো আর সংস্কৃতিচর্চা এখন মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তবুও দেবী আছেন সর্বত্র। ভেবে দেখুন, এখানে সব দেবদেবীর অসংখ্য মন্দির রয়েছে কিন্তু দেবী সরস্বতীর মন্দির কোথাও দেখেছেন কি? কারণ সরস্বতীর জন্য কোনও পৃথক স্থান লাগে না। তিনি সকল ব্যক্তির মধ্যেই অবস্থান করেন। লক্ষ্য করার বিষয় সরস্বতী পুজো ইদানিং কমে আসছে এবং দেবীর কৃপাধন্য মানুষও আজকাল খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

তথাগত পাল, নৈহাটি

মূল্যবান

নেতাজির জেলে থাকার সময় শুরু হয়েছিল ১৯২১ সাল থেকে। পরের বছর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক হন। এরপর থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই এবং কারাবাস তাঁর জীবনে রোজ নামচা হয়ে দাঁড়ায়। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নোয়াপাড়া থানা সেইরকম একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে ১৯৩১ সাল থেকে। ওই সময় একদিন নেতাজি অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার জগদ্দলের গোলঘর এলাকায় বঙ্গীয় পাটকল শ্রমিকদের সভায় যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে তাঁকে শ্যামনগর চৌরঙ্গী কালীবাড়ির কাছে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায় নোয়াপাড়া থানায়। সেখানে একটি ঘরে তাঁকে আটক করে রাখা হয়। জানা গেছে, ওই সময় তিনি কিছু খেতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনা দেখে সেখানে উপস্থিত সুশীলকুমার শূর নামে একটি ছেলে নেতাজিকে এক কাপ চা এনে দেন। নেতাজি তা গ্রহণ করেন। এই ঘটনাকে সাক্ষী রেখে সেই ছোট্ট ঘরে নেতাজির ছবির সামনে ওই কাপ এবং ডিসটি রাখা হয়েছে সযত্নে। ২০২৫ সাল থেকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে দেশপ্রেমিকের নামাঙ্কিত একটি স্মৃতি গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ আরও বেশি করে নেতাজির দেশপ্রেম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন।

বলাই পাল, শ্যামনগর

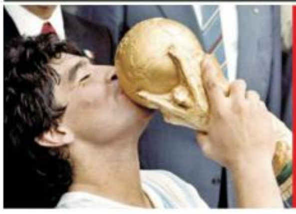

স্টেডিয়াম

বিরাট দাপটে পাকিস্তান ধরাশায়ী

সেঞ্চুরি করার পর কাকে নিশানা করছেন বিরাট ?

দুবাই- বড় ম্যাচে বড় খেলোয়াড়রা যে কতখানি দিতে পারে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ বিরাট কোহলি। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচে একদিনের ক্রিকেটে নিজের ৫১তম শতরান করে গেলেন (অপরাজিত ১০০) বিরাট। রোহিত ফিরে গেলেও শুভমন গিল পাল্টা আক্রমণে একটা ভালো ভিত তৈরি করে দিয়ে যান বিরাট-শ্রেয়সের জন্য। রানে ফেরার জন্য বিরাট মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বিরাটের এখন আর ব্যাটিংয়ের নতুন কোন টেকনিক শেখার নেই। ফের আরেকবার বিরাট ব্যাটে আইসিসি প্রতিযোগিতায় শেষ হাসি হাসল ভারত। এতদিন বিরাটের রান করা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ তাঁর অবসরের দাবিও তুলেছিলেন। বিরাট তার কোন উত্তর দেন নি। তিনি অপেক্ষা করে গেছেন সময়ের জন্য। ম্যাচে প্রথম ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান। তাঁরা সব উইকেট খুইয়ে ৪৯.৪ ওভারে রান তোলে ২৪১। ভারত ব্যাট করতে নেমে ৪২.৩ ওভারে চার উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা হয়েছেন বিরাট কোহলি। দশ ওভারের মধ্যে মধ্যে ৪৭ রানে দু উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান। বরাবর রান রেট ছিল পাঁচের মধ্যে। বাস্তবে দেখা গেল, শাহিন শাহ আফ্রিদির যে বলটা রোহিতকে ফিরিয়ে দিল, সেটা ছাড়া বাকি পেসাররা বলার মতো কিছুই করতে পারে নি।

লকেটে চুম্বন

এমবাপের হ্যাটট্রিক বিদায় সিটি

বের্ণাবাউ- কিলিয়ান এমবাপে দুর্ধর্ষ। রিয়াল মাদ্রিদ ভয়ঙ্কর। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে সান্তিয়াগো বের্ণাবাউতে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ৩-১ গোলে পরাস্ত করে রিয়াল মাদ্রিদ। এর আগে ম্যানসিটির বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটে প্রথম গোল করেন এমবাপে। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। সংযুক্ত সময়ে সিটির খেলোয়াড় নিকো গঞ্জালেস একটি গোল করেন। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্সশিপে রিয়াল এখন ভালো জায়গায় রয়েছে।

প্রয়াত মিলিন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি- মারা গেলেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক মিলিন্দ রেগে। তিনি ছিলেন প্রধান নির্বাচক। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তাঁর সময় মুম্বই টানা ১৩ বার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়। সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ষাটের দশকে তিনি একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সুস্থ হয়ে সেবার মাঠে ফিরেছিলেন।

মরচে হীন রোহিতের ব্যাট

কটক- লাগাতার রান না পাওয়ার কারণে দেওয়ালে পিট ঠেকে গিয়েছিল রোহিত শর্মার। সেই রানের খরা কাটিয়ে ফিরলেন দাপটের সঙ্গে। কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডকে চার

উইকেটে হারিয়ে সিরিজ জিতল ভারত। একদিনের ক্রিকেটে এই স্টেডিয়ামে ৯০ বলে ১১৯ রান করলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এই নিয়ে ও ডি আইতে ৩২টি শতরান হল রোহিতের। এদিন শুরু থেকেই ছিলেন মারমুখী মেজাজে। সেঞ্চুরি করার পর এদিন মাথার হেলমেট খোলেন নি তিনি এবং দর্শকদের দিকে ব্যাটও তোলেন নি। এখন বিরাটের রানের অপেক্ষায় রয়েছে দর্শকরা। এদিন জো রুট সর্বোচ্চ রান করেছেন (৬৯)। যখন রোহিতের রানের খরা চলছিল তখন অনেক সমালোচনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কটকে সেই জ্বালা মিটিয়ে দিয়েছেন রোহিত।

মৌমিতার পদক জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি- উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে চলা জাতীয় গেমসে উজ্জ্বল নক্ষত্র বাংলার মৌমিতা মণ্ডল। ৯ ফেব্রুয়ারি মহিলাদের ১০০ মিটার হার্ডলসে রূপো জেতেন মৌমিতা। এরপর মহিলাদের লং জাম্পে সোনা। বলাগড়ে একটা ছোট চায়ের দোকান চালান মৌমিতার বাবা। অর্থের অভাবে ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিতে হয় তাঁকে। অন্যদিকে, আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সে সোনা এসেছে। মহিলাদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন বাংলা।

ভারত-পাক ম্যাচ টিকিটের দাম এক লাখ

দুবাই- চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাচে গ্যালারি ফাঁকাই ছিল। কিন্তু ২৩ ফেব্রুয়ারিতে ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচের দিন গ্যালারি ছিল কানায় কানায় ভর্তি। এদিন ভারতীয় মুদ্রায় ৮০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা দাম পর্যন্ত প্রতিটি টিকিটের দাম উঠেছিল। বিভিন্ন দেশের ব্ল্যাকাররা ছিল। এখানে লাগামছাড়া টিকিটের কালোবাজারি হয়।

গাভাসকারের কুম্ভস্নান

প্রয়াগরাজ- মহাকুম্ভের ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়ে পুণ্যস্নান করলেন ভারতের ক্রিকেট তারকা সুনীল গাভাসকার।

প্রয়াগরাজে তাঁর স্নান করার ছবি সমাজমাধ্যমে দেখা গেছে। কুম্ভস্নান শুরু হয়েছিল ১৩ জানুয়ারি। শেষ হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি। নিজেই স্নানের ছবি সমাজমাধ্যমে দিয়ে কিংবদন্তি ক্রিকেটার লিখেছেন, 'মহাকুম্ভ দর্শন করার পর নিজেকে আশির্বাদধন্য মনে হচ্ছে।'

জিতল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিদিন- শেষ পর্যন্ত ডার্বি জিতল ইস্টবেঙ্গল। ১৮ ফেব্রুয়ারি আর এফ ডি এলের ফিরতি ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে ২-১ হারাল ইস্টবেঙ্গল যুব দল। গোল করেন আরোমল এম কে ও শ্যামল বেসরা। মোহনবাগানের পাসাং দোরজি তামাং ব্যবধান কমান। অনূর্ধ্ব ১৩ লিগে ইস্টবেঙ্গল মহামেডানকে ৩-০ হারায়। এদিন যুব দল মাঠে নেমে প্রথম থেকেই চাপে রাখে মোহনবাগানকে । তবে ইস্টবেঙ্গল অনেক সুযোগ কাজে লাগাতে পারে নি। যদি সেই সুযোগ কাজে আসত তাহলে ফলাফল অন্যরকম হত।

দ্বিতীয়বার লিগ শিল্ড জয় মোহনবাগানের

জয়ের পরে মোহনবাগান খেলোয়াড়দের উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- আইএসএলে প্রথম ক্লাব হিসেবে পরপর দুবার লিগ শিল্ড জিতে দেশের সেরা হল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ২৩ ফেব্রুয়ারি ষাট হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন এই ম্যাচ দেখার জন্য। এদিনের নায়ক ছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতস। প্রথমদিকে দলে থেকে তেমন একটা সুবিধা করে উঠতে পারেন নি দিমিত্রি। তবে প্রমাণ করে দিলেন, এখন ফুরিয়ে যান নি। তাঁর দেওয়া একমাত্র গোলেই এদিন হেরেছে ওড়িশা এফ সি। দ্বিতীয় বারের সংযুক্ত সময়ে তিনি গোলটি করেন। এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে শেষ গোল করেছিলেন গতবছরের ২০ ডিসেম্বরে। তারপর থেকে তিনি নিষ্প্রভ ছিলেন এই অস্ট্রেলীয় তারকা। প্রথম ক্লাব হিসেবে ৫০ এর বেশি পয়েন্ট অর্জনের নজির গড়ল মোহনবাগান। সরকারিভাবে লিগ-শিল্ড দেওয়া হয়নি এদিন। বুকে চ্যাম্পিয়ন লেখা টি-শার্ট পরে আবির মেখে উৎসবে মেতেছেন খেলোয়াড়রা। সমর্থকরা হতাশ হয়ে উঠেছিলেন, কিছুতেই গোল হচ্ছে না দেখে কোচ মলিনা নতুন চাল দিলেন। তিনজন খেলোয়াড়কে তুলে নিয়ে পরিবর্তে মাঠে নামালেন দিমিত্রি, অনিরুদ্ধ থাপা এবং দীপেন্দু বিশ্বাসকে। ওড়িশার মোর্তাদা লাল কার্ড দেখে মাঠের বাইরে যাওয়ার পরই তাদের রক্ষণভাগে ফাটল তৈরি হয়, সেই সুযোগের সদব্যবহার করেছে মোহনবাগান।

নজির গড়লেন শামি

দুবাই- এবার ২০ ফেব্রুয়ারি দুবাইতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুর্দান্ত বোলিং করলেন শামি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিলেন পাঁচ উইকেট। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মিচেল স্টার্কের রেকর্ড ভেঙ্গে দিলেন। দ্রুততম ২০০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন ৫১২৬ বলে। বর্তমান নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগারকারের রেকর্ডও ভেঙ্গে ছিলেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ২০ ফেব্রুয়ারি খেলা ছিল বাংলাদেশের সঙ্গে। এই ম্যাচে ছ'উইকেটে জেতে ভারত। শুভমন গিল সেঞ্চুরি করেন এবং ম্যাচের সেরা হয়েছেনও তিনি, মাঝের সময়টাতে চোট আঘাতের ফলে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন শামি। পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচে ভালো বল করলেও একটাও উইকেট পান নি শামি। ক্রিকেটারদের মাঝে মাঝে এরকম হয়ে থাকে। পরে আবার তা ঠিক হয়ে যায়।

অনূর্ধ্ব ১৯ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

কুয়ালালামপুর- ফাইনালে ২ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে হারিয়ে মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। ৩ উইকেট নিয়ে পাশাপাশি ৩৩ বলে ৪৪ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচের সেরা হলেন জি তৃষা। বিশ্বকাপেরও সেরা তিনিই গতবারেও বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এবার নিকি প্রশাদের নেতৃত্বে ফের বিশ্বকাপ জেতা হল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮২ রান করে। প্রত্যুত্তরে মাত্র ১১.২ ওভারে ১ উইকেটে ৮৪ রান তুলে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারতের মেয়েরা। খেলেটা একতরফাই হল। টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকার দলের অধিনায়ক কায়লা রেনে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেন ৬ নম্বরে ব্যাট করতে নামা মাইক ফান উর্স্ট। ১৮ বলে ২৩ রান করেন তিনি। ইদানিং প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ভারতের মেয়েরা দারুন খেলছে। অনেক ম্যাচ খেলার সুবাদে মহিলা খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে এবং তাঁরা সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাচ্ছে।

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী
অবৈতনিক শিক্ষা, বাসস্থান, আহার, চিকিৎসা এবং বিদ্যালয়ের পোষাক
হরনাথ হাইস্কুল
(গভর্মেন্ট স্পন্সরড ও আবাসিক)
৭৮, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩
যোগাযোগ ঃ ৯৮৩১৬ ৮৫৭৯৩ / ৯৮৩০১ ৭৩৩০৪

সংগঠনের কর্মসূচীর কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

স্বামীজির প্রত্যাবর্তন শোভাযাত্রায় সংগঠনের মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন সহ-সভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ

বিধান সরণীতে শোভাযাত্রাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে সংগঠনের মঞ্চে উপস্থিত সদস্য-সদস্যারা

নবারুন-এর উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের মঞ্চে সভাপতি সুপ্রিয় দাসের সঙ্গে সংগঠনের সদস্য ও সদস্যারা

ঠনঠনিয়া শ্রী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

মহাদেব পাত্র মেমোরিয়াল সোসাইটি আয়োজিত সভায় উপস্থিত সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

ভাষা দিবসে শ্যামবাজারে সংগঠনের স্টল

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) সন্দীপ মিল, ৩) শীলা নন্দী, ৪) শৈলেন পাল, ৫) মালঞ্চ সাহা, ৬) রুবী মণ্ডল, ৭) এস এস চন্দ্র, ৮) গোপাল সাহা, ৯) সুদীপা কর্মকার, ১০) বিবেকানন্দ ঘোষ, ১১) অশোক পাল, ১২) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১৩) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১৪) সুকোমল দে, ১৫) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৬) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৭) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৮) নবনীতা পাল, ১৯) রণিতা মিত্র, ২০) কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, ২১) দেবশঙ্কর নন্দী, ২২) অদিতি বসু, ২৩) মিতালি পাল, ২৪) দেব পাল, ২৫) সৌমিত্র বসু, ২৬) সুচিত্রা মুখার্জি, ২৭) আবীর চ্যাটার্জি, ২৮) সঞ্জয় সাহা, ২৯) আশীষ ভট্টাচার্য্য ৩০) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৩১) সেখ নাজিবুর রহমান, ৩২) তৃষ্ণা বসু, ৩৩) ঝর্ণা সাহা, ৩৪) অনুরাধা মণ্ডল, ৩৫) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩৬) রীতা ধর, ৩৭) বৈজন্তী নন্দন, ৩৮) ইন্দ্রনীল ঘোষ, ৩৯) কণিকা বিশ্বাস, ৪০) সুনীতা মিত্র, ৪১) সীমা সাহা, ৪২) ঝুমা দে, ৪৩) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৪৪) স্বপন দে, ৪৫) অনিতা শর্মা, ৪৬) সোনাই সরকার, ৪৭) জয়দেব দে, ৪৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৪৯) অবন্তী পাল, ৫০) লীলাবতী মল্লিক, ৫১) রুমা চ্যাটার্জি, ৫২) কেয়া ঘোষ, ৫৩) সুরজিৎ দত্ত, ৫৪) মুনমুন হোড়, ৫৫) দিলীপ হোড়, ৫৬) সোমা দত্ত, ৫৭) রামপ্রসাদ সোম, ৫৮) শুচিস্মিতা সোম, ৫৯) সাগর দত্ত, ৬০) সৌমিল সরকার, ৬১) জয়ন্ত চক্রবর্তী।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.